দৈনিক জনকণ্ঠ

0 9 JUN 2008

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রদের দানব বানানোর প্রক্রিয়া চলছে ॥ ড. কামাল

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন বলেছেন, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রদের দানব বানানোর প্রক্রিয়া চলছে। হাজার হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে গুটিকয়েক ছাত্রকে দানব, সন্ত্রাসী হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। যারা শিক্ষাঙ্গনকে অস্থিতিশীল করে তোলে। এর পেছনে একটি অশুভ শক্তি কাজ করছে।-তিনি এ প্রক্রিয়া বন্ধ করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। বাংলাদেশকে শেষ-সন্ত্রাসীর হাত থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত তিনি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

রবিবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আয়োজিত 'সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন চাই' শীর্ষক আলোচনাসভায় তিনি এসব কথা বলেন। বুয়েট ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনির ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এ আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সনি মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ ছাত্র ফোরাম এ আলোচনাসভার আয়োজন করে। প্রসঙ্গত ২০০২ সালের ৮ জুন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়—বুয়েটে টেন্ডারবাজিকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের দু'গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধে ক্রসফায়ারে পড়ে নিহত হন বুয়েট ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনি।

সনির মৃত্যুবার্ষিকীতে রবিবার আলোচনাসভা শেষে সকল অমঙ্গল-অশুভ দূর করে মঙ্গল শুভ কামনায় প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়। এর আগে আলোচনাসভায় সভাপতির বক্তব্যে ড. কামাল হোসেন বলেন, স্বাধীনতার স্বপ্নে যেসব শহীদ তাঁদের প্রাণ দিয়ে গেছেন তাঁদের কাছে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁদের সে স্বপ্ন সফল করতে তিনি সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন ও বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমরা '৫২তে বিজয়ী হয়েছি, '৭১ এ বিজয়ী হয়েছি, এবার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমরা শেষ বিজয় দেখতে চাই। এর মধ্য দিয়ে তিনি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল রাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বিশিষ্ট

'সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন চাই' শীর্ষক আলোচনাসভা

শিক্ষাবিদ ড. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সন্ত্রাসী ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার কোন সুযোগ নেই বা শুধু উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে চিন্তারও সুযোগ নেই। আমাদের পুরো সমাজ নিয়ে চিন্তা করতে হবে। কীভাবে আমরা অধপতনের শেষ সীমানায় এসে পৌছলাম। তিনি বলেন, এখনই ঘুরে দাঁড়ানোর সময়। আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যদি সমাজের সকল স্তর থেকে সন্ত্রাস দূর করা না যায়, দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করা না যায়, তাহলে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সন্ত্রাসমুক্ত করা সম্ভব হবে না।

(১১-পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষা

(১২-এর পাতার পর) তিনি বলেন, এ জন্য শুধু সরকার নয় সমাজে সবাইকে বিষয় গুরুত্বসহকারে দেখ হবে।

সনির মা দিলারা রহম আবেগজড়িত কণ্ঠে যা ঐসব ছাত্রকে লেলি দিয়েছে তাদের খুঁজে বে করার দাবি জানান। এ আইন করে ছাত্র শিক্ষ রাজনীতি বন্ধ করার দা জানান।

আলোচনাসভায় সাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে সঙ্গে উপদেষ্টা এসএ শাহজাহান, পার্বত চট্টগ্রাম জনসংহ সমিতির সভাপ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রি লারমা, সামাজি আন্দোলনের নেতা অজ রায়, ব্যারিস্টার রাবে ভূইয়া, সনির বা হাবিবুর রহমান, না নেত্রী শিরিন আক্তার অধ্যাপক ডা. রাবে বেগম, বিজ্ঞানী ড. আজা চৌধুরী প্রমুখ বক্তব রাখেন। বক্তারা সন্ত্রাসে বিরুদ্ধে সামাজি প্রতিরোধ গড়ে সন্ত্রাস দুর্নীতির উৎসমুখ ব করতে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তাঁরা বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ করতে ছা রাজনীতি নয়, স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছাত্রদের অন্যায়ভাবে ব্যবহার করার রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।